দৈনিক সংবাদ

তারিখ MAR. 23 1999
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

10

প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে ১১ দফা সুপারিশ ❑ বাস্তবায়নে ব্যয় হবে ৩০ হাজার কোটি টাকা

কাশেম হুমায়ুন ॥ ২০১০ সাল পর্যন্ত ১২ বছর মেয়াদি প্রস্তাবিত শিক্ষানীতিতে শিক্ষার প্রতিটি স্তরেই ব্যাপক সংস্কারের জন্য ১১ দফা সুপারিশ করা হয়েছে। ১২ বছরের সম্পূর্ণ শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে বিভিন্ন খাতে মোট অতিরিক্ত খরচ হবে ৩০ হাজার কোটি টাকা।

গত ১৫ই মার্চ সোমবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির উপর আলোচনা হয়। মন্ত্রিসভা প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির উপর আলোচনা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

অধ্যাপক এম শামসুল হকের নেতৃত্বে গঠিত ৫৬ সদস্যের জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটি বিভিন্ন স্তরে শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর যে ১১ দফা সুপারিশ করেছে সেগুলো হচ্ছে ঃ

প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা ঃ প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করে ২০০৩ সালের মধ্যে ৬ বছর, ২০০৬ সালের মধ্যে ৭ বছর এবং ২০১০ সালের মধ্যে আট বছর করা হবে। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীকে নিম্ন প্রাথমিক এবং ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীকে উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষা নামে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত হবে ১ঃ৪০। পঞ্চম শ্রেণীশেষে বৃত্তি পরীক্ষা এবং অষ্টম শ্রেণীশেষে পাবলিক পরীক্ষা হবে। প্রাথমিক শিক্ষা ৬+ বয়সে শুরু হবে। এ মুহূর্তে ছাত্রছাত্রীদেরকে সাড়ে পাঁচ বছর বয়সে ভর্তি করে প্রথম ছয় মাস প্রাক-প্রাথমিক প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা হিসেবে নির্ধারণ করা যায়। ২০০৫ সালের মধ্যে এ শিক্ষা (৫+ বছরে ভর্তি করে) এক বছর মেয়াদি করা যায়। শিক্ষক নির্বাচনের জন্য সরকারি কর্ম-কমিশনের অনুরূপ একটি পৃথক শিক্ষক নির্বাচনী কমিশন প্রতিষ্ঠা করা যায়।

গণশিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ঃ গণশিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রসারের জন্য যে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে তা পূরণ করার জন্য আইনগত কাঠামো প্রবর্তন করা প্রয়োজন।

মাধ্যমিক শিক্ষা ঃ মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর হবে চার বছরের- নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত। বর্তমানে উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী সংযোজন করতে হবে এবং উচ্চ মাধ্যমিক কলেজগুলোতে নবম-দশম শ্রেণী খোলার ব্যবস্থা করতে হবে। মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর জন্য অনুপাত হবে ১ঃ৪০।

বৃত্তিমূলক (ভকেশনাল) ও কারিগরি শিক্ষা ঃ জাতীয় দক্ষতা মান এক, দুই ও তিন পর্যায়ের দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর জোর দিতে হবে। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১ঃ১২ করতে হবে।

মাদ্রাসা শিক্ষা ঃ বর্তমানে বাংলাদেশে এবতেদায়ী পাঁচবছর, দাখিল পাঁচ বছর, আলিম দুই বছর, ফাজিল দুই বছর ও কামিল দুই বছর মেয়াদি। একে পুনর্বিন্যাস করে এবতেদায়ী আট বছর, দাখিল দুই বছর, আলিম দুই বছর, ফাজিল তিন/চার বছর, কামিল দুই/এক বছর মেয়াদি করতে হবে।

উচ্চ শিক্ষা ঃ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চার বছরের সমন্বিত ডিগ্রি কোর্স ও এক বছরের মাস্টার্স শিক্ষানীতি ঃ পৃঃ ১১ কঃ ১

শিক্ষানীতি ঃ ১১ দফা সুপারিশ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কোর্স পড়ানো হবে। যে সকল কলেজ যথাযথ ব্যবস্থা করতে পারবে সে সকল কলেজে চার বছরের অনার্স ডিগ্রি কোর্স এবং এক ও দুই বছরের মাস্টার্স পড়ানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে। অন্যান্য কলেজে আপাতত তিন বছরের ডিগ্রি কোর্স চালু থাকবে।

প্রকৌশল শিক্ষা ঃ প্রকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যার কোর্সগুলোকে অধিকতর ফলপ্রসূ করার জন্য শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির নিয়মিত হালনাগাদসহ শিল্প কারখানা ও কারিগরি সংস্থাসমূহে শিক্ষার্থীদের সহায়ক শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

চিকিৎসা, সেবা ও স্বাস্থ্য শিক্ষা ঃ মেডিক্যাল কলেজে পাঁচ বছরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি অব্যাহত থাকবে এবং এক বছরের ইন্টার্নিশিপ থাকবে। মেডিক্যাল কলেজগুলো স্বায়ত্তশাসিত হবে এবং সমস্ত কার্যক্রম একটি চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। নার্সিং কলেজে এমএসসি নার্সিং কোর্স খোলার উদ্যোগ নিতে হবে।

কৃষি শিক্ষা ঃ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কৃষি কলেজগুলোতে চার বছর মেয়াদি স্নাতক কোর্স পদ্ধতি প্রবর্তন করতে হবে। স্নাতক পর্যায়ে যথাসম্ভব মাতৃভাষায় শিক্ষাদান করা হবে এবং এই লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক ও সহায়ক গ্রন্থাদি রচনা ও প্রকাশের ব্যবস্থা নিতে হবে। এ বিষয়ে বাংলা একাডেমি ভূমিকা রাখতে পারে।

পরীক্ষা ও মূল্যায়ন ঃ স্কুল কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সাময়িক ও বার্ষিক মূল্যায়ন পদ্ধতি অব্যাহত থাকবে। পঞ্চম শ্রেণীশেষে বৃত্তি পরীক্ষা ও অষ্টম শ্রেণীশেষে জেলাভিত্তিক পাবলিক পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। দশম শ্রেণীশেষে বৃত্তি পরীক্ষা হবে। ১১তম শ্রেণীতে প্রমোশন অন্তঃ পরীক্ষার মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে এবং ১২তম শ্রেণীশেষে পাবলিক (মাধ্যমিক) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষার অন্তঃ ও বহিঃমূল্যায়ন ব্যবস্থা থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আরো কার্যকর চেষ্টা চালাবে। মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল নির্ণয়ে গ্রেড পদ্ধতি চালু করা যেতে পারে। গ্রেড পদ্ধতি চালু করলে বর্তমান পদ্ধতির মেধা তালিকা থাকবে না।

অর্থায়ন ঃ শিক্ষা খাতে সরকারি ব্যয় বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে বাড়ানো হবে এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষার উপর বিশেষ জোর দেয়া হবে। শিক্ষা খাতে সমগ্র সরকারি ব্যয় জাতীয় উৎপাদনের ৪ শতাংশ হলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষার জন্য যে ব্যয় করা হবে তা হবে জাতীয় উৎপাদনের ২.৬৭ শতাংশ।

২০১০ সাল পর্যন্ত আগামী ১২ বছরে সম্পূর্ণ শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে বিভিন্ন খাতে মোট অতিরিক্ত খরচ হবে ৩০ হাজার কোটি টাকা।